যুগান্তর

তারিখ ...... 6 JUN 2017
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...2...

বেসরকারি মেডিকেল কলেজের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

নিয়মবহির্ভূত ব্যয় মেটাতে সর্বস্বান্ত অনেক পরিবার

রাশেদ রাব্বি

সম্প্রতি রাজধানীর একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চূড়ান্ত পর্বের এক শিক্ষার্থী এমবিবিএস ফাইনাল পেশাগত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। পরে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার অতিরিক্ত বিশাল অঙ্কের অর্থের ব্যবস্থা করতে না পেরে আত্মহত্যার পথে পা বাড়ান। ঘটনার অনুসন্ধানে জানা যায়, সন্তানকে ডাক্তার করার আশায় এই শিক্ষার্থীর বাবা কৃষিজমি বন্ধক রেখে দীর্ঘ ৫ বছর টাকার জোগান দেন। বন্ধক রাখার মতো জমি না থাকায় তিনি আর টাকা জোগান দিতে পারেননি। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের এমন চিত্র আরও অনেক আছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা ও এর আশপাশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী যুগান্তরকে জানান, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে যারা পড়তে আসেন, তাদের সবাই উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান নন। তাদের মধ্যে অনেকেই ঋণ করে, জমি বিক্রি করে অথবা বাবার কষ্টার্জিত জমানো টাকা দিয়ে পড়া চালিয়ে যান। এত কিছুর পরও মেডিকেল কলেজগুলোর বিপুল ব্যয় নির্বাহ করতে অনেককেই হিমশিম খেতে হয়। অনেকের পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

> প্রতি ছয় মাসে একেকটি ব্যাচ থেকে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে কমপক্ষে ২৪ লাখ টাকা

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, এনাম মেডিকেল কলেজ, শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ, ডেলটা মেডিকেল কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীরা জানান, ঢাকা ও এর আশপাশের মেডিকেল কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অনুষদের অন্তর্গত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষা দেয়ার পর যদি অকৃতকার্য হন, তবে ৬ মাস পর এক বা একাধিক বিষয়ে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজে তাকে কোনো ধরনের ক্লাস, আইটেম বা ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক করতে হবে না। কলেজে একাডেমিক্যালি এসব শিক্ষার্থী যুক্ত থাকবেন না। অর্থাৎ এসব শিক্ষার্থীর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনো ধরনের ব্যয়ও নেই। কিন্তু পরে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ সব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ছয় মাসের অতিরিক্ত বেতন আদায় করে থাকে। প্রাইভেট মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজভেদে ফাইনাল ইয়ারের এ বেতন গড়ে প্রতি মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী ক্লাস, পরীক্ষা, ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক না করেও ছয় মাসে অতিরিক্ত ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা কলেজকে দিতে বাধ্য হন।

শিক্ষার্থীরা জানান, একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ১১০ জনের একটি ব্যাচে যদি চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষায় কম করে ৪০ জন অকৃতকার্য হন, তবে এ টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ লাখ। এভাবেই কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতি ছয় মাসে একেকটি ব্যাচ থেকে কমপক্ষে ২৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ বছরে প্রায় অর্ধকোটি টাকা।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা আরও জানান, এ পদ্ধতিতে আসন্ন জুলাইয়ের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে ৬ মাসের বেতন হিসেবে কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীপ্রতি আদায় করছে ৪৭ হাজার টাকা। একইভাবে জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ৪৫ হাজার, এনাম মেডিকেল কলেজ ৪৮ হাজার, শিকদার মেডিকেল কলেজ ৩৬ হাজার, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ৪২ হাজার, শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

নিয়মবহির্ভূত ব্যয় মেটাতে সর্বস্বান্ত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৬০ হাজার, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ৪২ হাজার, মুন্নু মেডিকেল কলেজ ৪৮ হাজার, ইস্ট
ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ ৬২ হাজার ও ফরিদপুর ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন মেডিকেল
কলেজ ৩৬ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায় করছে। কয়েকটি মেডিকেল কলেজ এর পাশাপাশি
আরও কিছু খাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এ ধরনের
ফি আদায় করে না এমন মেডিকেল কলেজও রয়েছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে রয়েছে
কমিউনিটি বেস্‌ড মেডিকেল কলেজ-ময়মনসিংহ, নর্থইস্ট মেডিকেল কলেজ, তাইরুন্নেসা
মেডিকেল কলেজ, ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ এবং গ্রিন লাইফ
মেডিকেল কলেজ। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর আরও কিছু অনিয়ম প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীরা
বলেন, কিছু কলেজ প্রতিবছরই নির্ধারিত আসনের বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে চান।
আবার দেখা যায়, একটি ব্যাচে যত শিক্ষার্থী পাস করেন, তাদের সবাইকে ইন্টার্নশিপ করার
সুযোগ দিতে পারে না তারা। এত শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে ইন্টার্নশিপ করানো সম্ভব নয় বলে
কর্তৃপক্ষ কম ছাত্রকে একসঙ্গে ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় এবং
তার চেয়েও কম শিক্ষার্থীকে পাস করায়। এজন্য শিক্ষার্থীরা ভাইভা পরীক্ষা লাইভ নেয়ার দাবি
জানান। তবে শিক্ষার্থীদের অভিযোগের বিষয়ে দ্বিমত পোশন করেন বাংলাদেশ প্রাইভেট
মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের অর্থ সম্পাদক ইকরাম হোসেন বিজু। তিনি যুগান্তরকে
বলেন, শিক্ষার্থীরা যে ধরনের বক্তব্য দিয়েছে এবং যে দাবি জানিয়েছে, তা অন্যায্য ও
অযৌক্তিক। তিনি বলেন, যেসব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়, তারা ঠিকমতো ক্লাস করে না,
নিয়মিত টার্ম পরীক্ষা দেয় না। তাদের কারণে কলেজের সুনাম নষ্ট হয়। এদের দায়ভার কলেজ
কর্তৃপক্ষের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে বিএমডিসির রেজিস্ট্রার জাহেদুল হক বসুনিয়া
যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এভাবে সেশন চার্জ আদায় করা ঠিক নয়। শুধু
সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফি নেয়া উচিত।